বিসিএস বাংলাদেশ বিষয়াবলি:

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

আরেফিন, ৩৭ বিসিএস

বাংলাদেশের জনসংখ্যা: ০৩

আদমশুমারি

জাতি–গোষ্ঠী–উপজাতি সংক্রান্ত বিষয়াবলী

৩৭ তম বিসিএস (৪)

- ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের নারী-পুরুষের অনুপাত কত?
- সরকারি হিসেবে বাংলাদেশিদের গড় আয়ু কত?
- কোন জেলায় হাজংদের বসবাস নেই?
- ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের household প্রতি জনসংখ্যা কত?

৩৮ বিসিএস (৩)

- চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা সর্বাধিক কোন এলাকায়?
- বাংলাদেশ ইকনোমিক রিভিউ,২০১৬ অনুসারে বাংলাদেশের শিশু মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে) কত?
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?

৪০তম বিসিএস (২)

- ‘গারো উপজাতি’ কোন জেলায় বাস করে?
- বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি কখন হয়?

৪১ বিসিএস (১)

- কোন উপজাতির আবাসস্থল বিরিশিরি নেত্রকোনায়?

৪৩ বিসিএস (৪)

- ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী নিয়ে লেখা উপন্যাস কোনটি?
- নিপোর্ট কী ধরণের প্রতিষ্ঠান?
- ওরাও জনগোষ্ঠী কোথায় বাস করে?
- কবে বয়স্কভাতা চালু হয়?

৪৪ বিসিএস

- বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা কত?
- বাংলাদেশে জুম চাষ কোথায় হয়?
- বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি কবে হয়?

৪৫ তম বিসিএস

- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ‘মনিপুরী’ বাংলাদেশের কোন জেলায় বেশি বসবাস করে?
- বাংলাদেশের ষষ্ঠ জাতীয় জনশুমারি ও গৃহ গণনা কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়?

আদমশুমারি (অবিভক্ত বাংলা)

- ১৮৭২ অবিভক্ত বাংলায় প্রথম আদমশুমারি হয়। ব্রিটিশ **লর্ড মেয়োর** আমলে।

ভূমি জরিপ (বাংলাদেশ)

- ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মৌজাভিত্তিক ভূমি জরিপ করা হয়: সম্রাট আকবরের আমলে ১৫৮২ সালে। এটি ইতিহাসে টোডরমলের বন্দোবস্ত হিসেবে পরিচিত।

বিশ্বের প্রথম আধুনিক আদমশুমারি পরিচালিত হয়- যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৯০ সালে

প্রতি দশ বছর পর পর আদমশুমারি প্রথম চালু হয়: ইংল্যান্ডে (১৮০১ সালে)

পাকিস্তান আমলে প্রথম আদমশুমারি হয় ১৯৫১ সালে।

১৯৭৪ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি হয়।

আদমশুমারি- বাংলাদেশ

- আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়: ১০ বছর পর পর (২য় শুমারি হয়-৭ বছর পর)

আদমশুমারি- বাংলাদেশ

- বাংলাদেশে এই পর্যন্ত আদমশুমারি হয়: ৬ বার (১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১, ২০২২)

৬ষ্ঠ আদমশুমারির নাম: জনশুমারি ও গৃহগণনা- ২০২২

- ২০১৩ সালে জাতীয় সংসদে পাস হওয়া ‘পরিসংখ্যান আইন’২০১৩ অনুযায়ী ‘আদমশুমারি ও গৃহগণনা’র নাম পরিবর্তন করে ‘জনশুমারি ও গৃহগণনা’ করা হয়।

৬ষ্ঠ আদমশুমারির নাম: জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২

- **কারিগরি সহায়তায়:**
  মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা “ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা)”

বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরো (বিবিএস)

- আদমশুমারি পরিচালনা করে: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২

জনশুমারি ও গৃহগণনা:

- জাতিসংঘের গাইডলাইন অনুযায়ী জনশুমারি হচ্ছে একটি দেশ বা সীমানা অঙ্কিত অঞ্চলের সকল ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং প্রকাশের সার্বিক প্রক্রিয়া। জনশুমারি ও গৃহগণনায় মূলত দুটি প্রধান অংশ রয়েছে।
- জনশুমারি: জনশুমারির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের সকল ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক ও জনতাত্ত্বিক মৌলিক তথ্য- উপাত্ত ক্ষুদ্রতর ভৌগোলিক স্তর (গ্রাম/মহল্লা) পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়।
- গৃহগণনা: গৃহগণনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের সকল আবাসিক ইউনিটের সংখ্যা, কাঠামোগত অবস্থা এবং আবাসিক ইউনিটগুলোতে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য-উপাত্ত ক্ষুদ্রতর ভৌগোলিক স্তর (গ্রাম/মহল্লা) পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়।

ডি-জুরি (de jure) পদ্ধতি:

- এই পদ্ধতিতে খানার সদস্যগণকে শুধু তাদের সচরাচর বসবাসের স্থান (Usual Residence)-এ গণনাভুক্ত করা হয়।

ডি-ফ্যাক্টো (de facto) পদ্ধতি:

- এই পদ্ধতিতে খানার সদস্যগণকে শুমারি মুহূর্তে তাদের অবস্থানে গণনাভুক্ত করা হয়।

মোডিফাইড ডি-ফ্যাক্টো (modified de facto) পদ্ধতি:

- এই পদ্ধতিতে খানার সদস্যগণকে শুমারি মুহূর্তে তাদের অবস্থানে গণনাভুক্ত করার পাশাপাশি শুমারি মুহূর্তে যারা ডিউটিরত ও ভ্রমণরত থাকবেন তাদেরকে স্ব স্ব খানায় গণনাভুক্ত করা হবে। **জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ মোডিফাইড ডি-ফ্যাক্টো (modified de facto) পদ্ধতি অনুসারে পরিচালনা করা হয়েছে।**

শুমারি মুহূর্ত

- মূল শুমারি শুরুর পূর্ব রাত ০০:০০ ঘটিকাকে শুমারি মুহূর্ত (জিরো আওয়ার) হিসেবে গণ্য করা হয়। জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এ ১৪ জুন দিবাগত রাত ০০:০০ মুহূর্তকেই শুমারি মুহূর্ত বা জিরো আওয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

শুমারি রাত:

- শুমারি মুহূর্ত হতে শুরু করে ভোর ৬:০০ টা পর্যন্ত সময় হলো ‘শুমারি রাত’। সে অনুযায়ী ১৪ জুন ২০২২ দিবাগত রাত ১২:০০ টা হতে ১৫ জুন ২০২২ ভোর ৬:০০ টা পর্যন্ত সময়কে ‘শুমারি রাত’ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

শুমারিকাল:

- শুমারি মুহূর্ত হতে শুরু করে ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ জুন ২০২২ তারিখ রোজ বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রবি, সোম এবং মঙ্গলবার পর্যন্ত শুমারিকাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং উক্ত ০৭ (সাত) দিন ‘শুমারি সপ্তাহ' হিসেবে পালন করা হয়েছে।

খানা:

- এক বা একাধিক ব্যক্তি যারা এক পাকে ও একত্রে খাওয়া-দাওয়া এবং একসাথে বসবাস করেন তাদের সমন্বয়ে একটি খানা গঠিত হয়। খানায় পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি অন্যান্য আত্মীয় বা অনাত্মীয় সদস্যরাও থাকতে পারেন। আবার পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও এক পাকে ও একত্রে খাওয়া-দাওয়া না করলে বা একসাথে বসবাস না করলে, খানার সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন না। পৃথকভাবে বসবাসরত একজন ব্যক্তির সমন্বয়েও একটি খানা গঠিত হতে পারে, যদি তিনি আলাদা পাকে খাবার খান।
- শুমারি রাতে (১৪ জুন ২০২২ দিবাগত রাতে) যারা এক পাকে খেয়েছেন এবং একই ছাদের নিচে কিংবা বাড়িতে বসবাস করেছেন তাদেরকে ঐ খানার সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে, পরিবারের এমন কোনো সদস্য যারা একত্রে বসবাস করে এবং খাওয়া-দাওয়া করে কিন্তু শুমারি রাতে ভ্রমণে ছিলেন কিংবা আবাসিক হোটেল/রেস্ট হাউজে অবস্থান করেছেন কিংবা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছেন অথবা সাময়িকভাবে (৬ মাসের কম সময়ের জন্য) দেশের বাইরে ছিলেন অথবা কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বরত ছিলেন যেমন: শুমারিকর্মী, হাসপাতালের রোগী ও অ্যাটেন্ডেন্ট, নৈশপ্রহরী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তারা স্ব-স্ব খানায় গণনাভুক্ত হয়েছেন।

সাক্ষরতা:

- সাক্ষরতার হার নিরূপণে কমপক্ষে যে কোন একটি ভাষায় পড়তে ও লিখতে পারেন এমন ব্যক্তিকে সাক্ষর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
- সাক্ষরতার হার: ৭৪.৬৬ (৭ বছর ও তদূর্ধ্ব)

লিঙ্গানুপাত:

- লিঙ্গানুপাত বলতে প্রতি ১০০ জন মহিলার বিপরীতে পুরুষের সংখ্যা কে বুঝানো হয়েছে।
- লিঙ্গানুপাত: ৯৮

নির্ভরশীলতা অনুপাত:

- ১৫-৬৪ বছর বয়সী জনসংখ্যার বিপরীতে ০-১৪ বছর এবং ৬৫ ও তদূর্ধ বছর বয়সী জনসংখ্যার অনুপাত।
- নির্ভরশীলতার অনুপাত: ৫২.৬৪
- পল্লী: ৫৬.০৯
- শহর: ৪৫.৬৩

শিশু-মহিলা অনুপাত:

- ১৫-৪৯ বছর বয়সী প্রতি ১০০০ মহিলার বিপরীতে ০-৪ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা।
- **শিশু-মহিলা অনুপাত: ৩৩২**

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

জনশুমারি ২০২২ এর প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা

১৬,৫১,৫৮,৬১৬

১৬ কোটি ৫১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬১৬

TV LAND
FORGET IT!

- সরকারের চূড়ান্ত হিসাবে বাংলাদেশের জনসংখ্যা এখন **১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৯১১ জন।**
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ‘জনশুমারি ও গৃহগণনা’২২’ প্রতিবেদনের তথ্য যাচাই-বাছাই করে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএস এর ‘পোস্ট এনুমেরাশন চেক অব দি পপুলেশন অ্যান্ড হাউজিং সেনসাস, ২০২২’ শীর্ষক প্রতিবেদনে প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়।

বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা

১৬ কোটি ৯৮ লাখ

২৮ হাজার ৯১১ জন।

জনশুমারি-২০২২

- মোট জনসংখ্যা: ১৬ কোটি ৯৮ লাখ
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: ১.২২%
- জনসংখ্যার ঘনত্ব: ১১১৯ জন
- শিক্ষার হার: ৭৪.৬৬%

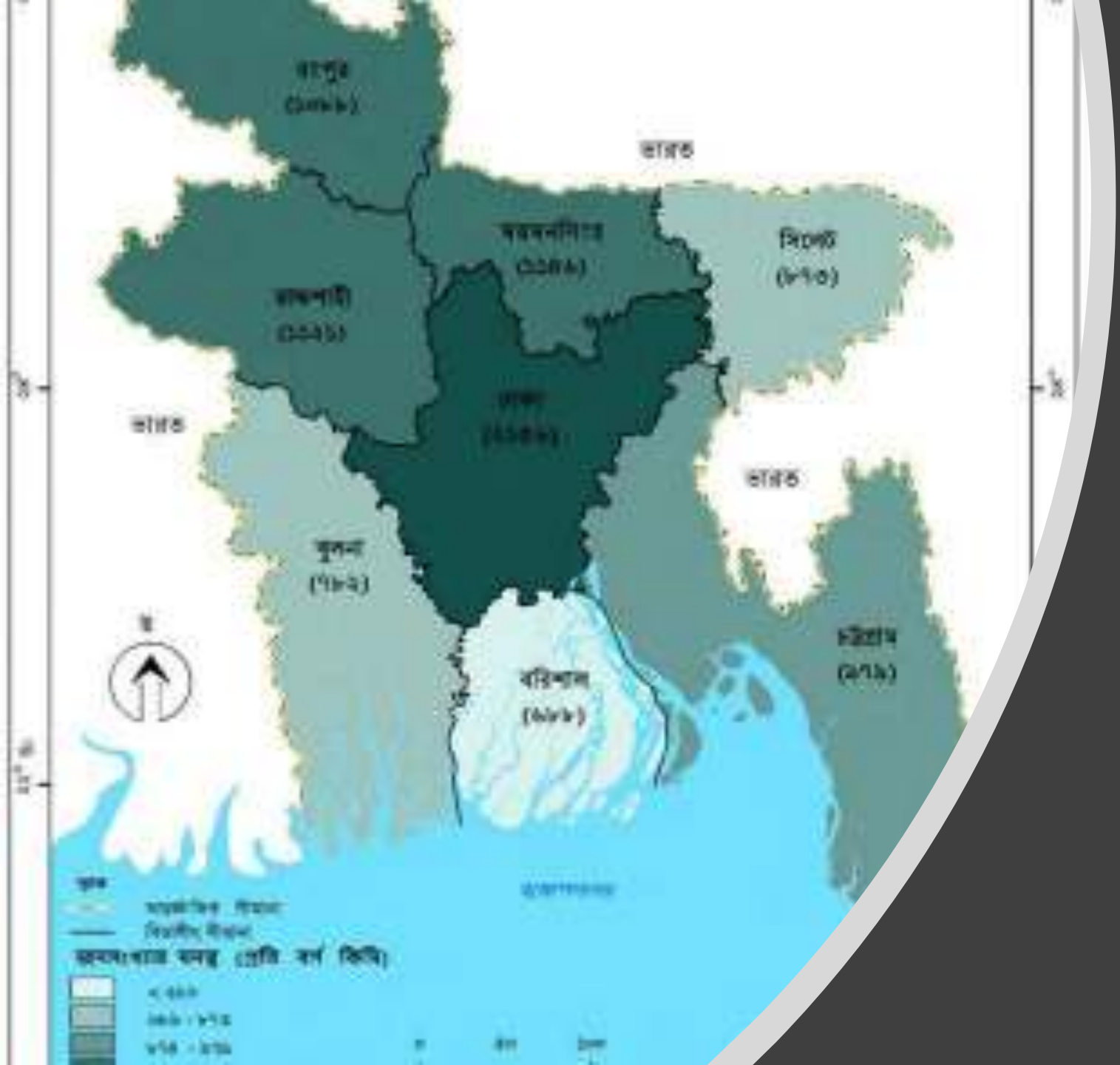

জনসংখ্যার ঘনত্ব: ১১১৯ জন

সর্বশেষ ৬ষ্ঠ জনশুমারি

জনসংখ্যার ঘনত্ব: ১১১৯ জন

ঘনত্ব বেশি: ঢাকা বিভাগে (২১৫৬ জন)

ঘনত্ব কম: বরিশাল বিভাগে (৬৮৮ জন)

জেলা হিসাবে ঘনত্ব কম: রাঙামাটি (১০৬ জন)/ বান্দরবান (১০৭)

ঘনত্ব বেশি: ঢাকা বিভাগে (২১৫৬ জন)

- জনসংখ্যা বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি:

ঢাকা বিভাগে (১.৭৪) (আগে সিলেট ছিলো)

জনসংখ্যা বৃদ্ধি সবচেয়ে কম: বরিশাল বিভাগে (০.৭৯)

অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০২৩)

- জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার: ১.৩
- পুরুষ: নারী= ৯৮.১ : ১০০
- জনসংখ্যার ঘনত্ব: ১১৫৩

অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০২৩)

- স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে): ১৮.৮
- স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে): ৫.৭
- শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে): ২২
- মোট প্রজনন হার (প্রতি ১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলা): ২.০৫

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার

৬৫.৬

প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল: ৭২.৩ বছর

- পুরুষ: ৭০.৬
- মহিলা: ৭৪.১

বিবাহের গড় বয়স

- পুরুষ: ২৬.৩
- মহিলা: ২০.৭

- জনসংখ্যার ঘনত্ব: ১১১৯ জন (শুমারি) | ১১৫৩ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৩)
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: ১.২২% (শুমারি) | ১.৩ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৩)

জনসংখ্যায় বাংলাদেশের অবস্থান

- মোট জনসংখ্যায় বিশ্বে: ৮ম
- জনসংখ্যার ঘনত্বে বিশ্বে: ৬ষ্ঠ/৯ম (WPR, WB)
- এশিয়ায়: ৫ম
- মুসলিম বিশ্বে: ৪র্থ
- সার্কভুক্ত দেশে: ৩য়

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

- বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা জনসংখ্যা
- ১৯৭৬ সালে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণীত হয়।

জনসংখ্যা ধারণা

১৯৫০ সালে যেখানে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিলো ২.৫৩ বিলিয়ন

২০৩০ সালে অনুমিত জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৮ বিলিয়নের উপরে।

গবেষকরা জানিয়েছেন বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে ২০৬০ সালে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাবে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান

NIPORT-1978

National Institute of Population Research And Training

নিয়ন্ত্রক: স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

NPC

- National Population Council
- জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তমন্ত্রণালয় সমন্বয়
- অধীন: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- প্রধান: প্রধানমন্ত্রী

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

যাত্রা শুরু: ১৫ নভেম্বর, ১৯৭৫

Bangladesh National Nutrition Council (BNNC)

- সভাপতি: প্রধানমন্ত্রী
- অবস্থান: মোহাম্মদপুর, ঢাকা

unicef
৬ই অক্টোবর, ২০২০
জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস
“নাগরিক অধিকার করতে সুরক্ষণ
৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন”

জনসংখ্যা বৃদ্ধি

- ম্যালথাসের মতে,জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে

১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪.....এভাবে

- ম্যালথাসের মতে ,খাদ্যের উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬..... এভাবে

শিশু ও কিশোর

- বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি অনুযায়ী শিশুর বয়স: **০ থেকে ১৮ বছর**

- বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের বয়সসীমা: **৭ থেকে ১৬ বছর**

জাতি – গোষ্ঠী – উপজাতি

পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যাকে প্রধানত **৪ টি** নরগোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়।

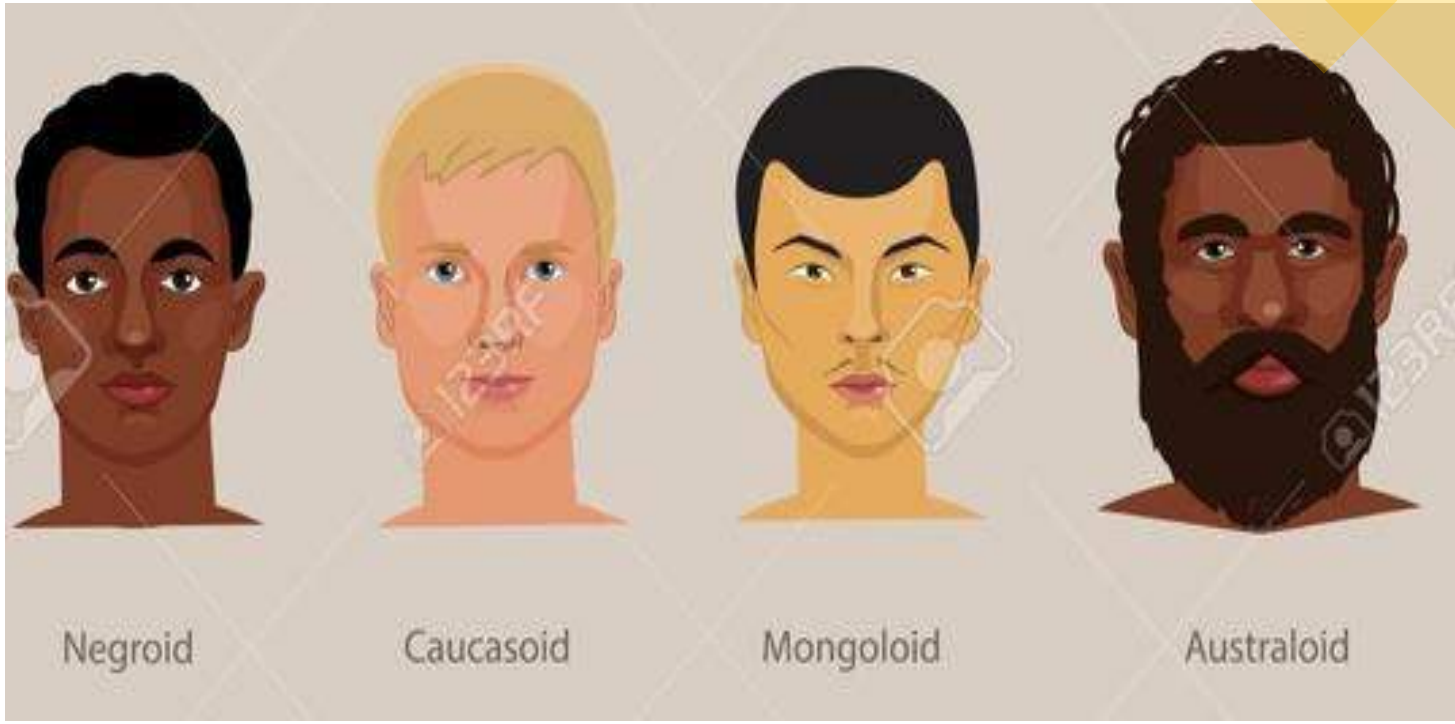

- ককেশয়েড
- মঙ্গোলয়েড
- নিগ্রোয়েড
- অস্ট্রোলয়েড

ককেশয়েড

- সেমেটিক
- আর্য বা পেরিয়ান
- দ্রাবিড়

মঙ্গোলয়েড

মঙ্গোলীয় পাহাড় বা দেশ থেকে এদের নামকরণ হয়েছে।

- এরা বাস করে ভারতের থর মরুভূমি এলাকায়।
- এছাড়া চীন, নেপাল, মঙ্গোলিয়া, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, জাপান, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও এদের বসবাস রয়েছে।

নিগ্রোয়েড

- আফ্রিকা এলাকায় এদের বাসস্থান ছিল।
- তবে পরে শিল্প বিপ্লবের সময় দাস হিসেবে এদের ইউরোপে ও আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়।
- ফলে আফ্রিকার সমগ্র অঞ্চল এবং ইউরোপের কোনো কোনো দেশে এদের বসবাস রয়েছে।

অস্ট্রোলয়েড

- মহাসাগরীয় নিগ্রোদের অস্ট্রোলয়েড বলা হয়। আবার কারো মতে, অস্ট্রেলিয়ার নামানুসারে এদের নাম হয়েছে অস্ট্রোলয়েড।
- অস্ট্রেলিয়ায় এদের বলা হয় এবোরজিন।
- অস্ট্রোলয়েডদের একটি অংশ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ভারত শাসিত স্থানে বাস করে।
- তারা বাংলাদেশের রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, প্রভৃতি জেলায় বাস করে।

বাঙালি জাতির উদ্ভব

সমগ্র বাঙালি জাতিকে মোটাদাগে দুভাগে ভাগ করা যায়।

প্রাক আর্য/ আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী/ অনার্য নরগোষ্ঠী

আর্য নরগোষ্ঠী

অস্ট্রিক জাতি

দ্রাবিড়

প্রাক আর্য নরগোষ্ঠিকে আবার চারটিভাগে ভাগ করা যায়

ক. নেগ্রিটো

খ. অস্ট্রিক

গ. দ্রাবিড়

ঘ. ভোটচীনীয়

নেগ্রিটো

এ ভূখণ্ডের প্রথম জনগোষ্ঠীর নাম

অস্ট্রিক

অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে বাঙালি জাতির **প্রধান অংশ** গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়।

অস্ট্রিক জাতিকে **নিষাদ জাতিগোষ্ঠী** নামেও অভিহিত করা হয়।

প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বে অস্ট্রিক জাতি ইন্দোচীন থেকে বাংলায় প্রবেশ করে এবং নেগ্রিটোদের পরাজিত করে।

আর্য জনগোষ্ঠী

খ্রিষ্টপূর্ব **১৫০০** অব্দে আফগানিস্তানের খাইবার গিরিপথ দিয়ে ককেশীয় অঞ্চলের শ্বেতকায় আর্যগণ বঙ্গ ভূখণ্ডে আগমন করে। **বাংলার আদি অধিবাসিদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক।** আর্যদের আগমনের ফলে ধীরে ধীরে অস্ট্রিক ভাষা হারিয়ে যেতে থাকে এবং বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়। কাজেই বলা যায় **বাঙালি জাতি যেমন সংকর তেমনি বাংলা ভাষাও সংকর।**

উপজাতি (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী)

আদিবাসী
(Indigenous/Aborigine)

যেই দেশ থেকে আদিবাস

সেখানেই বসবাস এমন গোষ্ঠী

উপজাতি (Tribe)

একদেশে আদিবাস আর অন্য দেশে বসবাস এমন গোষ্ঠী

আদিবাসী বনাম উপজাতি

- সংজ্ঞা অনুসারে আদিবাসী স্বীকৃতি পেতে মোটাদাগে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। ঐ নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বাস কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সবার আগে হতে হবে এবং এদের সাথে থাকবে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক ইত্যাদি।

- বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল বলে পাহাড়ীরা কিম্বা সমতলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী স্ব স্ব অঞ্চলের আদি বাসিন্দা নন। এটা মোটামুটিভাবে প্রমাণিত যে, এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা হচ্ছে বাঙালী, কিন্তু বাঙালীরা আদিবাসী নয়। কারণ আদিবাসী সংজ্ঞায় আরো কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। যেমন: বিভিন্ন কারণে তাদের অস্তিত্ব হুমকীর সম্মুখীন এবং অন্যান্য। অতএব, সংজ্ঞা এবং বাস্তবতার আলোকে এই উপসংহারে আসা যায়, বাঙলাদেশের আদিবাসিন্দা বাঙালী। তবে বাঙলাদেশে কোন আদিবাসী নেই।

- চাকমা পণ্ডিত অমেরেন্দ্র লাল খিসা অরিজিনস অব চাকমা পিপলস অব হিলট্রেক্ট চিটাগংএ লিখেছেন, ‘তারা এসেছেন মংখেমারের আখড়া থেকে পরবর্তীতে আরাকান এলাকায় এবং মগ কর্তৃক তাড়িত হয়ে বান্দরবানে অনুপ্রবেশ করেন। আজ থেকে আড়াইশ তিনশ; বছর পূর্বে তারা ছড়িয়ে পড়ে উত্তর দিকে রাঙামাটি এলাকায়।’

- পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই বাঙালি এবং বাকি অর্ধেক বিভিন্ন মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত উপজাতীয় শ্রেণীভুক্ত। একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য আদিকাল থেকে এ অঞ্চলে উপজাতি জনগোষ্ঠীর বাইরের ভূমিপুত্র বাঙালিরা বসবাস করে আসছে। তবে জনবসতি কম হওয়ায় বিভিন্ন ঘটনার বা পরিস্থিতির কারণে আশপাশের দেশ থেকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজন এসে বসতি স্থাপন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কুকি জাতি বহির্ভূত অন্য সকল উপজাতীয় গোষ্ঠীই এখানে তুলনামূলকভাবে নতুন বসতি স্থাপনকারী। এখানকার আদিম জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ম্রো, খ্যাং, পাংখো এবং কুকিরা মূল 'কুকি' উপজাতির ধারাভুক্ত। ধারণা করা হয়, এরা প্রায় ২শ' থেকে ৫শ' বছর আগে এখানে স্থানান্তরিত হয়ে আগমন করে। চাকমারা আজ থেকে মাত্র দেড়শ' থেকে ৩শ' বছর পূর্বে মোগল শাসনামলের শেষ থেকে ব্রিটিশ শাসনামলের প্রথম দিকে মায়ানমার আরকান অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে

সংবিধানের ২৩ক অনুচ্ছেদ

রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।

উপজাতি

- বর্তমানে আদিবাসী বা উপজাতি সম্প্রদায় ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নামে পরিচিত।

আদিবাসী
দিবস
৯ আগস্ট

উপজাতি তথ্য

বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা: ৫০টি

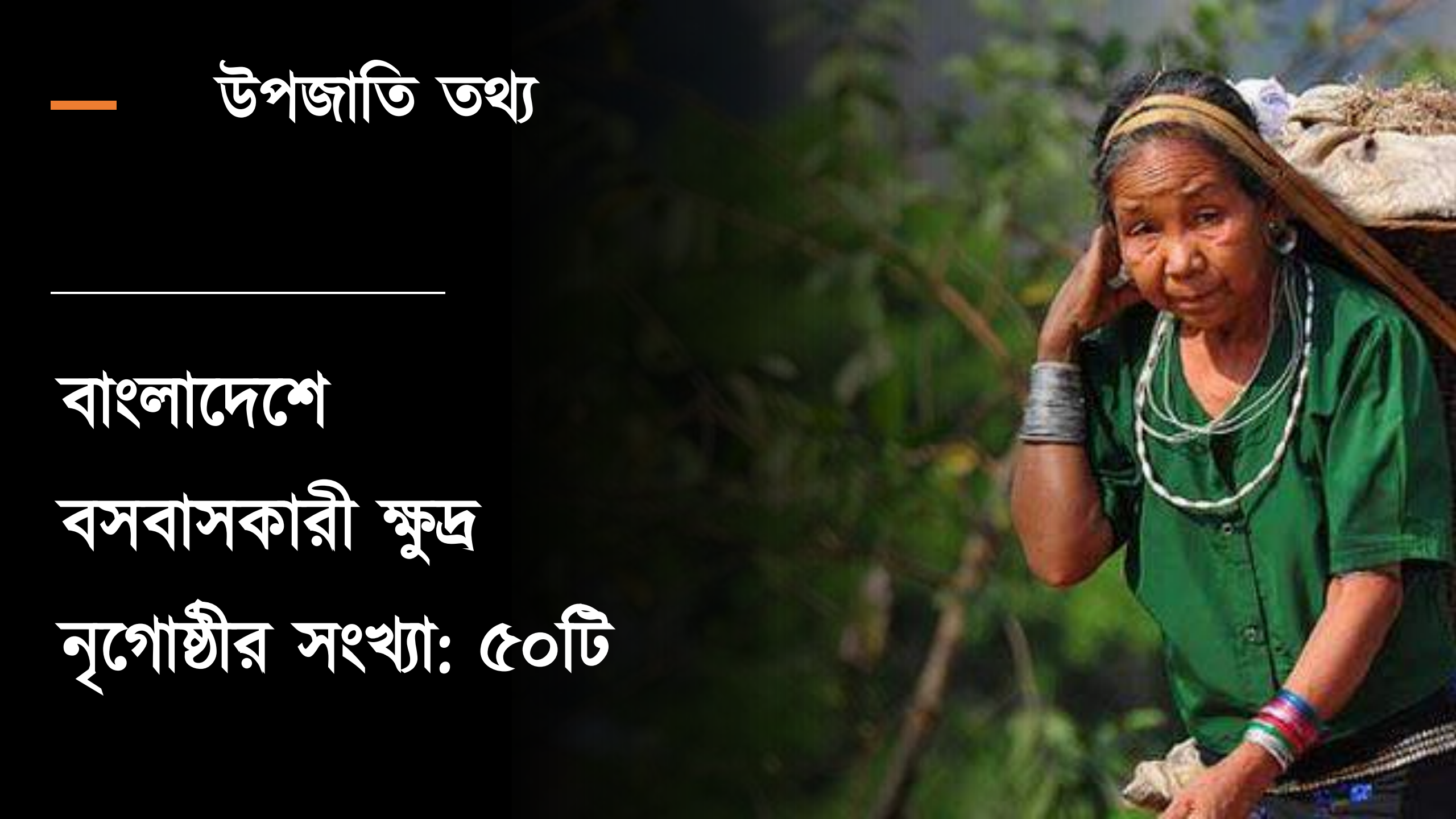

৬ষ্ঠ জনশুমারি: ২০২২ অনুযায়ী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার

১%

সর্বাধিক উপজাতি যে জেলায়

রাঙামাটি

সর্বনিম্ন উপজাতি যে জেলায়

লালমনিরহাট

(১১৮)

*আগে মেহেরপুর ছিলো

উপজাতি নেই

খুলনায়

উপজাতি তথ্য

- বাংলাদেশে উপজাতীয় ভাষার সংখ্যা ৩২টি।

- সর্বাধিক উপজাতি বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১১টি।

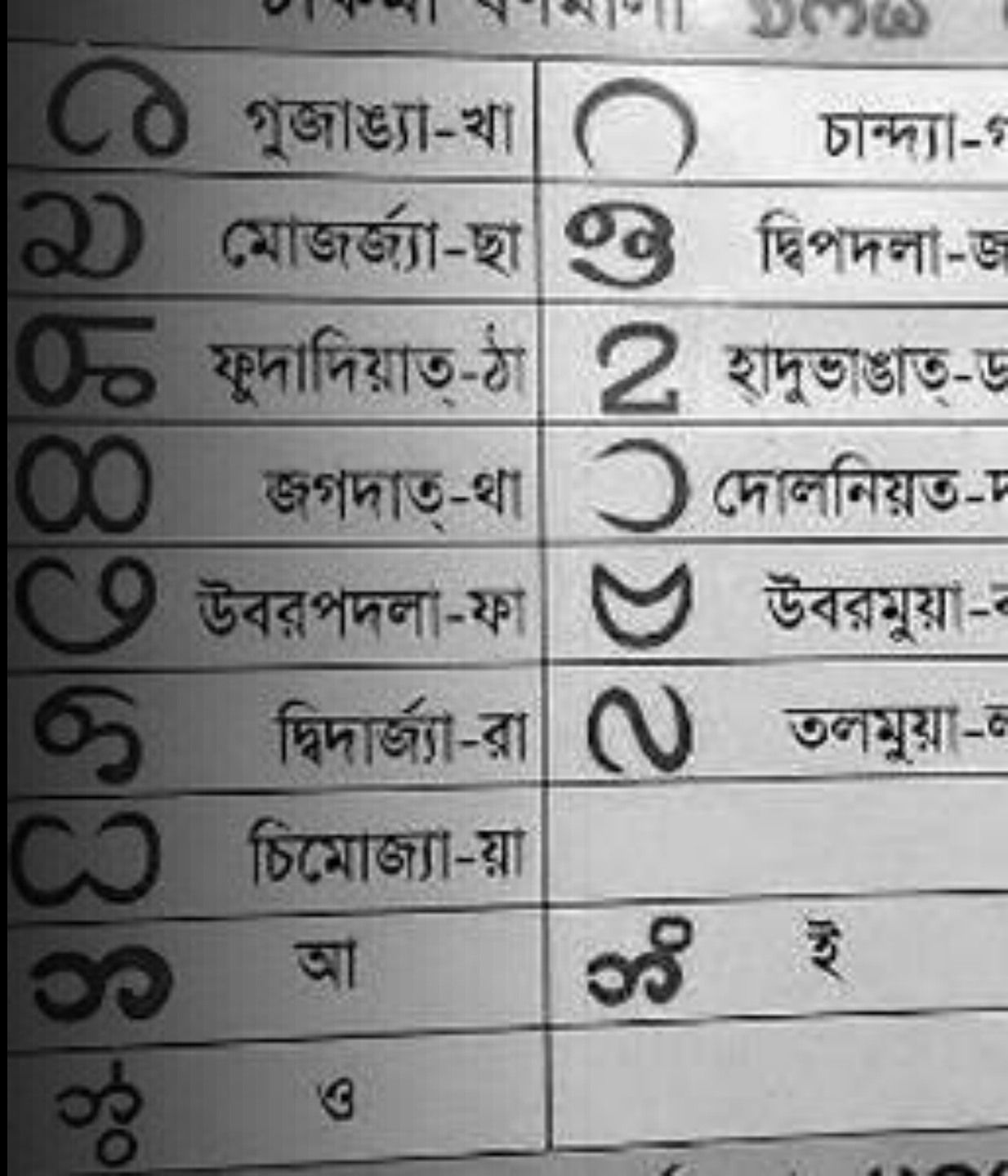

সংখ্যায় বৃহত্তম উপজাতি গোষ্ঠী:

চাকমা

- ২য়: মারমা
- ৩য়: ত্রিপুরা (আগে সাঁওতাল ছিল)
- ৪র্থ: সাঁওতাল

উপজাতি তথ্য

সবচেয়ে কম জনসংখ্যার উপজাতি: ভিল (৯৫ জন) ও গুর্খা (১০০ জন)

সমতলের বৃহত্তম আদিবাসি গোষ্ঠী সাঁওতাল

চাকমা

- চাকমাদের অতীত ইতিহাস স্পষ্ট নয়। কিংবদন্তী অনুসারে চাকমারা বিশ্বাস করে, তারা সুদূর অতীতে চম্পক নগর নামক রাজ্যে বাস করত। পরবর্তীতে বিজয়গিরি'র নেতৃত্বে চট্টগ্রাম ও আরাকানের কিছু অংশ জয় করে এবং বিজয়ী সৈন্যরা এ অঞ্চলে বাস শুরু করে। সম্ভবত: নবম থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত আরাকানের বেশ কিছু অঞ্চল চাকমা শাসনাধীনে ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্থানীয় আরাকানীদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে চাকমারা প্রথমে চট্টগ্রাম ও পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বসবাস শুরু করে বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। মুঘল যুগে চাকমাদের সাথে মুঘলদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে চাকমারা কেন্দ্রীয় ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য হয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তান আমলে কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হলে উপযুক্ত পূনর্বাসন না হওয়ায় অন্যান্য উপজাতির মত চাকমাদের জীবনেও দুর্ভোগ নেমে আসে। অনেক চাকমা বাস্তুহারা ও ভূমিহীন হয়। অনেকে দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেয়। **বাংলাদেশের উপজাতির মধ্যে চাকমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ।**

চাকমা সমাজ

- কয়েকটি চাকমা পরিবার নিয়ে গঠিত হয় আদাম বা পাড়া।
- পিতৃতান্ত্রিক

চাকমাদের জীবিকা

- কৃষি
- চাষ পদ্ধতি জুম

মান্দি

- গারো উপজাতির প্রকৃত নাম

খাসিয়া এবং গারো।

বাংলাদেশের মাতৃতান্ত্রিক উপজাতি

বহুপতি গ্রহণকারী

উপজাতি: টোডা

পুরুষের চেয়ে বেশি বয়সী নারী বিয়ে করে: তঞ্চঙ্গ্যংগা

হাজং

বিবাহ বিচ্ছেদ, বহুবিবাহ ও বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে।

ঢাকা শহরে তেজগাঁও এলাকায় এক সময় **মণিপুরী** উপজাতি গোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য ছিলো।

বাংলাদেশের একমাত্র উপজাতি প্রধান বিচারপতি ছিলেন সুরেন্দ্র কুমার সিনহা। তিনি একজন মণিপুরী।

বাংলাদেশে নেই এমন উপজাতি

ককেসীয়, জুলু, নাগা, মুর, শেরপা, নিগ্রো, আফ্রিদি

সবচেয়ে উচুঁ গ্রাম

পাসিংপাড়া

অবস্থান: কেওক্রাডং

বসবাস: মুরংদের

উপজাতি তথ্য

আদিবাসী ও উপজাতীয়দের জীবনধারা নিয়ে সর্বাধিক বই লিখেছেন **আব্দুস সাত্তার** (আরণ্য জনপদে,অরণ্য সংস্কৃতি)

বাসস্থান

চাকমাদের বাসস্থান

রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ছাড়াও ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচল।

রাখাইন/ মারমা

- মগ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমতল এলাকায় রাখাইন নামে এবং পাহাড়ি এলাকায় মারমা নামে পরিচিত।

- মগদের আদিনিবাস ছিল আরাকান(মিয়ানমার)

মারমা

- ৩ পার্বত্য জেলা

ছবি: মাচি চিং মারমা (৩৮ তম বিসিএস)

ত্রিপুরাদের বাসস্থান

খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটি (পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল)

চাক, খুমি, খিয়াং

বান্দরবান

মুরং/ম্রো

- বান্দরবান

বান্দরবান=মামু পাত্রী খুব চকচকে

- মারমা
- মুরং
- পাংখোয়া
- খুমি
- চাক

পার্বত্য "তিন জেলাতেই" বাস করে = ত্রিলুচা

- ত্রিপুরা, লুসাই, চাকমা

গারো

- ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর, নেত্রকোণা, সিলেট, মৌলভীবাজার

হাজং

ময়মনসিংহ
ও নেত্রকোনা

হাহা গারো

- ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা এলাকায় = হাহা গারো [হাজং, হাদুই, গারো]

মনিপুরি, খাসি

- সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার

পুঞ্জি

খাসি গ্রামগুলো পুঞ্জি নামে পরিচিত

পাঙন/লাউয়া

- মৌলভীবাজার

মুন্ডা

সিলেট এর চা বাগান

ছবি: মনি মুন্ডা (AUW)

খাম্মু

- সিলেটে = খাম্মু

[খাসিয়া, মনিপুরী, মুন্ডা]

ওরাঁও

- রাজশাহী,
- রংপুর,
- দিনাজপুর

সাওতাঁলের বাসস্থান

রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়

রাজবংশী

রংপুর

রংপুরকে "সারাও"

রংপুর এলাকায় ৩টি উপজাতি

[সাঁওতাল, রাজবংশী, ওরাঁও]

কোল

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী

বাওয়ালি ও মৌয়ালি

সুন্দরবনে

রাখাইন, মগ

- পটুয়াখালী,
- বরগুনা,
- কক্সবাজার

উপজাতিদের গ্রাম এবং গ্রাম প্রধান

উপজাতি	গ্রাম	গ্রাম প্রধান
চাকমা	আদাম	কারবারি
মারমা	রোয়াজ	রোয়াজা
ত্রিপুরা	পাড়া	পাড়াপ্রধান
তঞ্চঙ্গ্যা	রয়া	কারবারি
খাসিয়া	পুঞ্জি	-
সাঁওতাল	-	মাঝি (মাঞ্চঝি)

উপজাতীয়

ভাষা, বর্ণমালা ও সাহিত্য

চাকমা/চাঙমা ভাষা

ইন্দো-আর্য পরিবারভুক্ত ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম

- চাকমা ভাষা

বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে কোন ভাষাকে যুক্ত করে

ফেসবুক?

চাকমা ভাষা

সাঁওতালী:

সাঁওতাল ভাষা আছে। নিজস্ব বর্ণমালা নেই।

দ্বি-ভাষী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী:

সাঁওতাল

মণিপুরী ভাষা:

বিষ্ণুপ্রিয়া/মৈতৈ

মণিপুরী লিপি:

অহমিয়া

গারোদের ভাষা

কু’সিক=ভাষা

আচিক/মান্দি

খাসিদের ভাষা

মনখেমে

ত্রিপুরাদের ভাষা

- ককবরক

ওরাঁও ভাষা

- কুড়ুখ, সাদ্রি/সারদি

মগদের ধর্মীয় ভাষা

- পালি

মাহাতোদের ভাষার নাম

•কুড়মালি

কুড়মালি ভাষায় প্রথম উপন্যাস:

- কারাম
- লেখক: উজ্জ্বল মাহাতো

মুজিববর্ষে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ১৩তম অনুবাদ সংবলিত গ্রন্থ

সামারি

- গারো: মান্দি/আচিক/কুশিক (গামা)
- ওরাও: সারদি/সাদ্রি
- ত্রিপুরা: ককবরক
- খাসিয়া: মনখেমে (খাম)
- মনিপুরি: বিষ্ণুপ্রিয়া
- মগ: পালি (পাম)

ফেবো: চাকমা ভাষায় লিখিত প্রথম উপন্যাস (১৯ ফ্রেব্রুয়ারি ২০০৪ সালে প্রকাশিত)

মর থেংগারি: চাকমা ভাষায় প্রথম চলচ্চিত্র

মর থেংগারি মুভির ডিরেক্টর অং রাখাইন

ইউনেস্কো কোন ভাষাকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে?

- **ম্রো. ভাষাকে**

মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার বই প্রকাশিত: ৫ টি ভাষায়

- চাকমা
- মারমা
- ত্রিপুরা
- গারো
- সাদ্রি

উপজাতিদের ধর্ম

ধর্মভিত্তিক ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর হার

- বৌদ্ধ: ৪৫.৩৬%
- হিন্দু: ২৭.৭৩%
- খ্রিস্টান: ১৩.৩২%
- মুসলিম: ২.৬৪%

বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (৪৫.৩৬%)

- চাকমা
- মারমা
- রাখাইন
- খিয়াং
- খুমি
- তঞ্চঙ্গ্যা
- ম্রো

সনাতন (হাপাত্রিসা)

- হাজং
- ত্রিপুরা
- সাঁওতাল
- পাংখোয়া
- নুনিয়া
- মাহাতো
- কোচ

বৈষ্ণব ধর্ম বিশ্বাসী উপজাতি: ডালু ও মণিপুরী।

প্রকৃতি পূজারি

উপজাতি:

মুণ্ডা ও রাজবংশী।

মুসলমান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

পাঙন, লাউয়া

ওঁরাও: জড় উপাসক

খ্রিস্টান (খাগা)

- খাসিয়া
- গারো
- বম
- লুসাই
- মাহালী

গারোদের আদি ধর্ম

সাংসারেক

মুরং (ম্রো) দের ধর্ম

তোরাই ধর্ম

প্রধান দেবতা

খাসিয়াদের প্রধান দেবতা: উব্লাই নাংথউ

ওঁরাও দের প্রধান দেবতা: ধরমী বা ধরমেশ

গারোদের দেবতা: তাতারা রাবুগা

সালজং:

গারোদের

উর্বরতার

দেবতার নাম

সাঁওতালদের প্রধান দেবতা: সিং বোঙ্গা বা সূর্যদেব

মুরং(ম্রো) দের দেবতার নাম:

রো/ওরেং

উপজাতি উৎসব

উপজাতীয়

বর্ষবরণ উৎসব

বৈসাবী

বৈসুক ,সাংগ্রাই ও বিঝুর আদ্যক্ষর/সংক্ষিপ্ত রূপ বৈসাবী।

বৈসুক:

ত্রিপুরাদের

উৎসব

সাংগ্রাই:

মারমাদের

উৎসব

বিঝু:

চাকমাদের

উৎসব

ফাল্গুনী পূর্ণিমা

চাকমাদের উৎসব

বিষুঃ

তঞ্চংগ্যাদের

উৎসব

বিহু:

অহমিয়াদের

উৎসব

ফাগুয়া: ওঁরাও দের উৎসব

মায়া পিদান ছানি:

কোচদের উৎসব

ওয়ানগালা:

গারোদের

উৎসব

হেনেই: খিয়াংদের উৎসব

করম: বৃক্ষকে ভালোবাসার উৎসব (মুন্ডা)

জলকেলি: রাখাইন দের উৎসব

সোহরাই: সাঁওতাল উৎসব

ছিয়াছত: মুরংদের (ম্রো) উৎসব

পহেলা বৈশাখকে চাকমারা বলে

গর্য্যাপর্য্যা

গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসব

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী		উৎসব
মারমা	-----	**সাংগ্রাই**
চাকমা	-----	**বিঝু, ফাল্গুনী পূর্ণিমা**
ত্রিপুরা/টিপরা	-----	**বৈসুক**
তঞ্চঙ্গ্যা	------	**বিষু**
অহমিয়া	------	**বিহু**
রাখাইন	------	
গারো	------	**ওয়াংগালা**
সাঁওতাল, ওরাঁও	----	**সাহরাই**

পোষাক

চাকমা নারীদের পোষাক: পিনন ও হাদি (থামি)

চাকমা পুরুষদের পোষাক: ধুতি ও সিলুম (জামা)

মুরংদের পোষাক

ওয়াংলাই

খাসি পুরুষরা পকেট ছাড়া যে শার্ট ও লুঙ্গি পরে তার নাম

ফুংগ মারুং

নাপ্পী

- ভাত, শুটকি মাছ, বিভিন্ন মাংস দিয়ে মুরংদের তৈরি সুস্বাদু খাবার

“কিম”

মুরংদের বাড়ির নাম

উপজাতিদের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে উপজাতীয় (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে

- ৮টি

মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি

- কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি

- বিরিশিরি, নেত্রকোনা

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান

- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট

"এবি কেরা ভাই"

- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমী – বিরিশিরি, নেত্রকোনা
- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র - রাঙামাটি
- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট - বান্দরবানে

রাখাইন কালচারাল ইনস্টিটিউট

রাম্মু, কক্সবাজার

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি

সাক্ষর: ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি

- স্বাক্ষর: ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
- স্বাক্ষরকারী: সরকারের পক্ষে সাবেক চিফ হুইফ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ ও পাহাড়ি জনগণের পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)
- চুক্তির খণ্ড: ৪টি
- মোট ধারা: ৭২ টি
- বাস্তবায়িত হয়েছে: ৪৮টি
- ধারাচুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: স্থানীয় পুলিশ বাহিনী গঠন, বেসামরিকীকরণ ও ভূমি সমস্যার সমাধান

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

- ২৭ মে ১৯৯৮
- চেয়ারম্যান: জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (প্রতিমন্ত্রীর সমমান)

চাকমা বা কার্পাস বিদ্রোহ

১৭৭৬-১৭৮৭

চাকমা বা কার্পাস বিদ্রোহ নেতা

জোয়ান বক্স খাঁ

বৃটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের

পতাকা উড়ানো নেতা

সাঁওতাল বিদ্রোহ

- ১৮৫৫ সাল

সাঁওতাল বিদ্রোহ

- সাঁওতাল বিদ্রোহ বা সান্তাল হুল সংঘটিত হয় ১৮৫৫-৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও বিহারের ভাগলপুর জেলায়। ইংরেজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সূর্যাস্ত আইনের মাধ্যমে স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও ইংরেজ কর্মচারীদের অন্যায় অত্যাচারের শিকার হয়ে সাঁওতালরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে।
- আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়: সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈব

সিধু মুরমু

- সাঁওতাল বিদ্রোহের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। সিধু মাঝি নামেও পরিচিত।

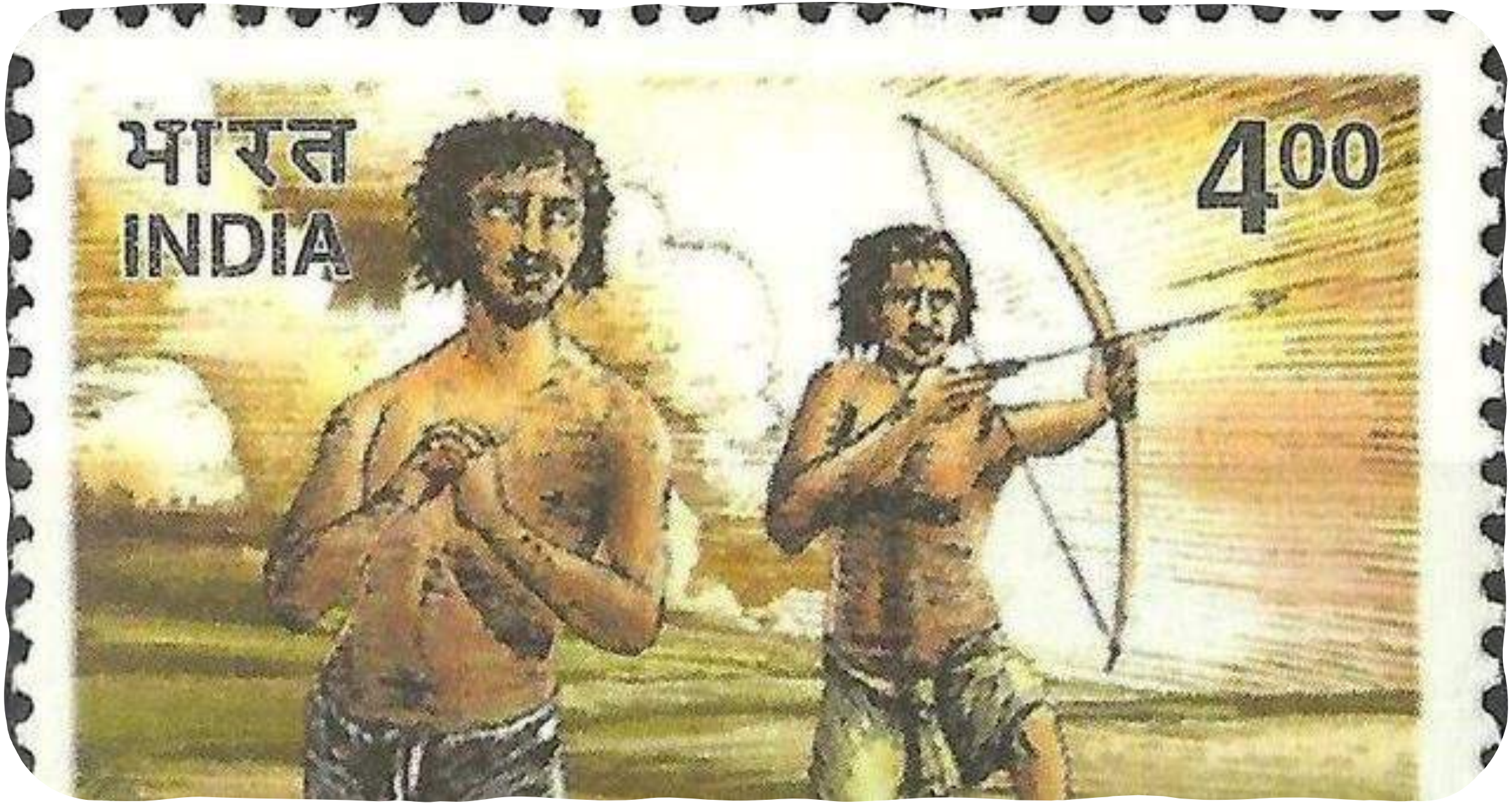
भारत
INDIA
4.00

কলেয়ান মুরমু:

সাঁওতালদের গুরু ও

সাঁওতাল বিদ্রোহের

ইতিহাসের লিপিকার

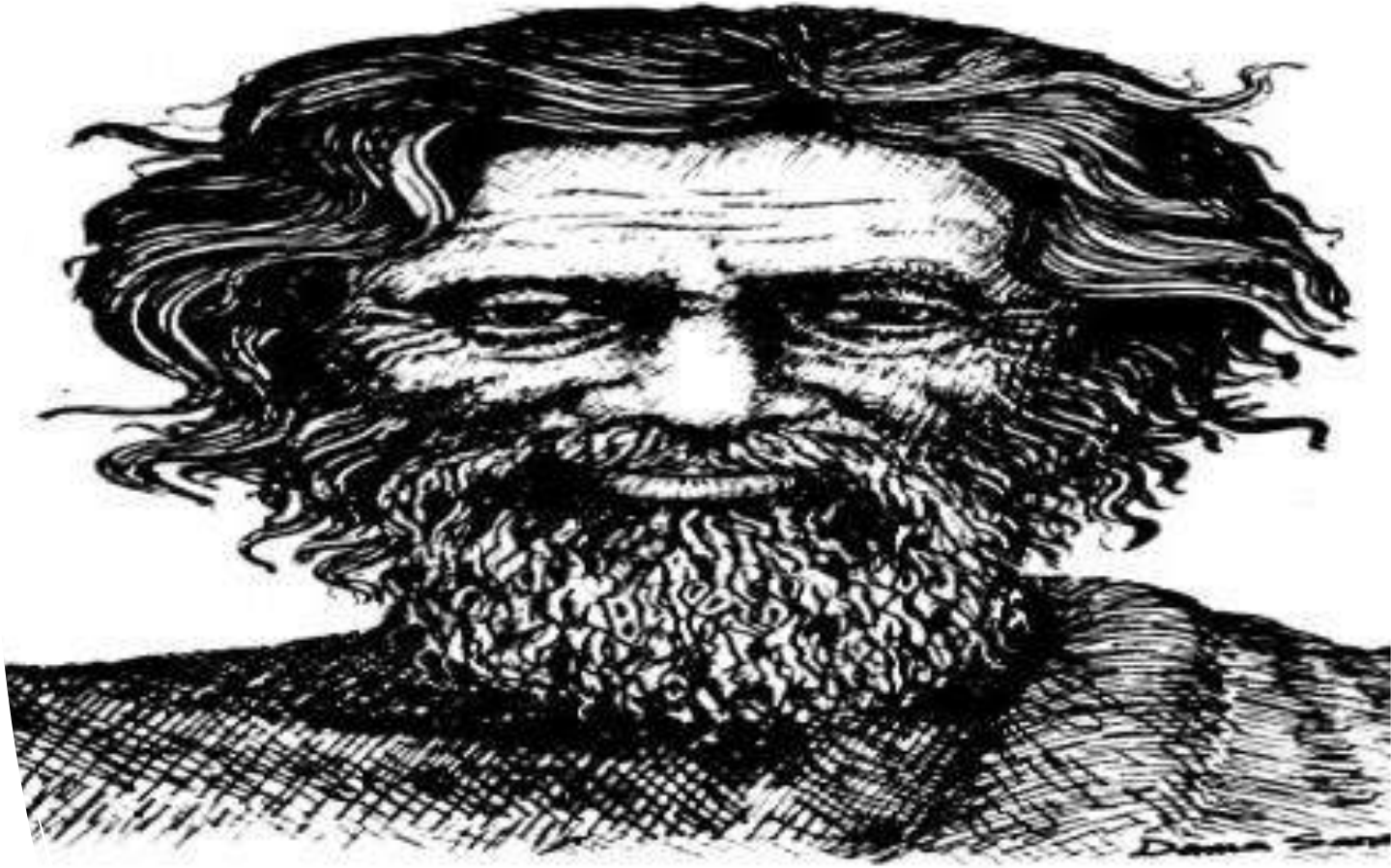

টংক আন্দোলনে

জড়িত ছিলো

হাজংরা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (JSS)

- পরিচয়: পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সংগঠন
- গঠিত হয়: ১৯৭৩ সালে
- প্রতিষ্ঠাতা: মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা
- বর্তমান সভাপতি: সন্তু লারমা
- সশস্ত্র শাখা: শান্তি বাহিনী (১৯৭৩)।
- শান্তি বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা
- শান্তিবাহিনীর দাবি: পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন

UPDF

- পরিচয়: পার্বত্য চট্টগ্রামভিত্তিক একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল
- পূর্ণরূপ: United People's Democratic Front
- গঠিত হয়: ১৯৯৮ সালে
- দাবি: গণতান্ত্রিক ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন

মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা (চাকমা)

- জনসংহতি সমিতি ও শান্তি বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)

- জনসংহতি সমিতির বর্তমান সভাপতি

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজপ্রথা

সার্কেল	সার্কেল চীফ/রাজা
রাঙামাটিতে চাকমা সার্কেল	ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়
বান্দরবানে বোমাং সার্কেল	উ চ প্রু
খাগড়াছড়িতে মং সার্কেল	সাচিং প্রু চৌধুরী

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজপ্রথা

- প্রতি মৌজার প্রধান থাকেন ১ জন: **হেডম্যান**
- প্রত্যেক পাড়ায় রাজার প্রতিনিধি ১ জন: **কারবারি**

সন্তানের পরিচয়ে বাবা মায়ের নামের ব্যবহার

- সন্তানের পরিচয়ে মায়ের নাম লেখার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (১৯৯৮ সালের ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবসে)।
- কার্যকর হয়: ২৭ আগস্ট, ২০০০।
- সার্টিফিকেটে মায়ের নাম লেখা চালু হয়: **২৪ আগস্ট, ২০০৪।**

বয়স্ক ভাতা (প্রদান করে: সমাজসেবা অধিদফতর)

- দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ দুস্থ ও স্বল্প উপার্জনক্ষম অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে ও পরিবার ও সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে 'বয়স্কভাতা' কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয় এবং ১৯৯৮ সাল থেকে চালু হয়। প্রাথমিকভাবে দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে ৫ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলাসহ ১০ জন দরিদ্র বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রতিমাসে ৬০০৳ হারে ভাতা দেয়া হয়।

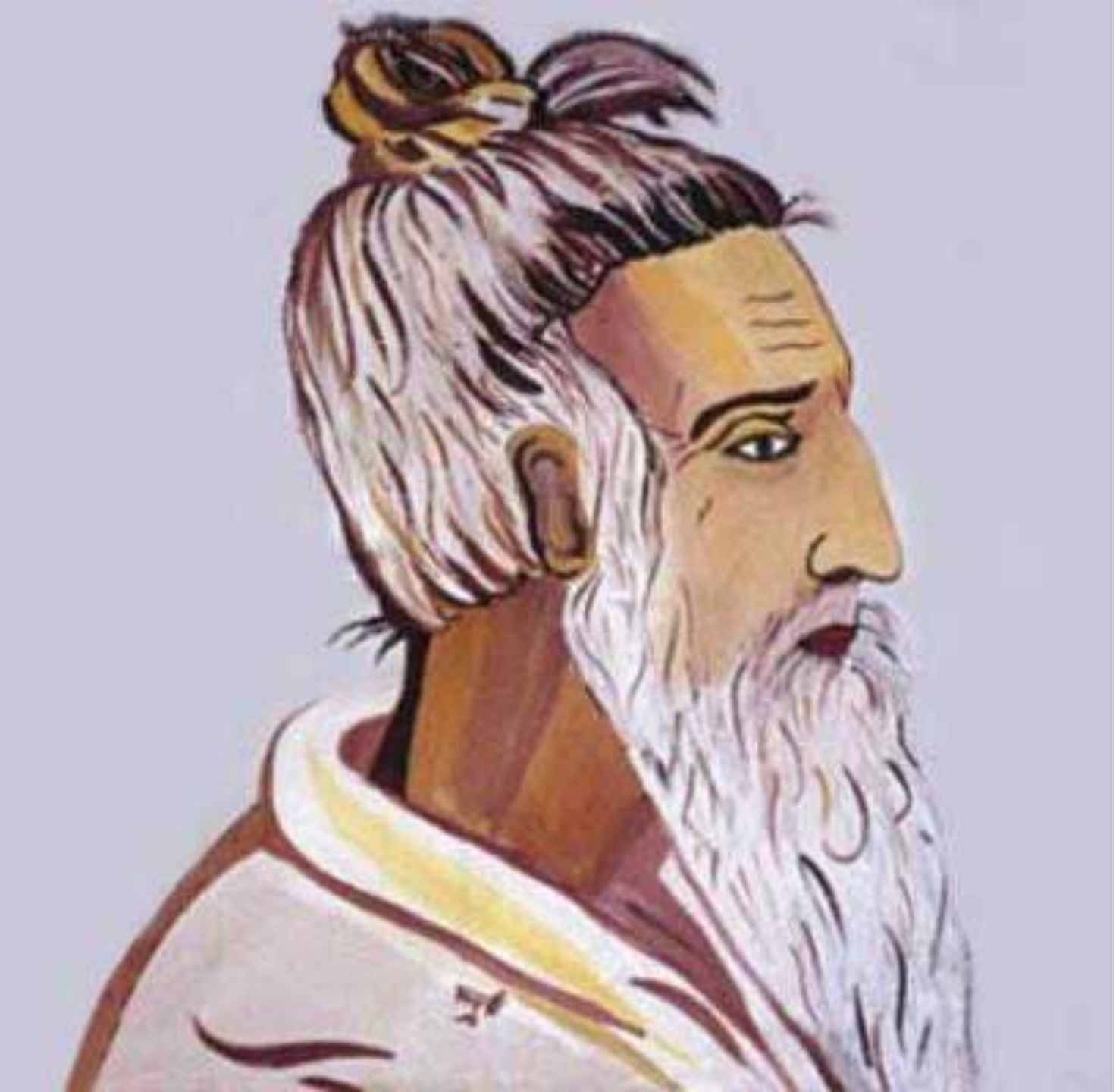

দ্বিদলে মৃণালে

সোনার মানুষ উজলে।

মানুষ গুরুর কৃপা হলে

জানতে পাবি।।

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।